ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৭ সালের ৮ম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	ঃ	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
সময়	ঃ	বেলা ১০-০০ টা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	ঃ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জালাল গনি খান, এনডিসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:-

আলোচ্যবিষয়-১ঃ ২১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা ঃ গত ২১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৭ সালের ৭ম বোর্ডসভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সম্মানিত সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি) এর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে গত মাসের সভার (২০১৭ সালের ৭ম বোর্ডসভার) কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যবিষয়-২ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে আগস্ট, ২০১৭ মাসে বিভিন্ন খাতে ১,৫৫,০০,৪৫৯/- (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ চারশত উনষাট) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ১৫,৪৫,৭০,০০০/- (পঁনের কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার বিপরীতে আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত রিবেটসহ আদায় হয়েছে ৩,৮১,১২,৩৭৯/- (তিন কোটি একাশি লক্ষ বার হাজার তিনশত উনআশি) টাকা, যা মোট দাবীর ২২.৮৪%।

সিদ্ধান্ত ঃ রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নসহ এবং ভবিষ্যতে বকেয়া কর আদায়ের হারসহ প্রতিবেদন উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

আলোচনা ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসে স্থানীয় আয়ের উৎস হতে মোট ২,২০,৩১,১৪৬/- (দুই কোটি বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত ছেচল্লিশ) টাকা আয় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ জুলাই, ২০১৭ মাসে সর্বমোট আয় ১৮,২০,৮০,৫২৭/- (আঠার কোটি বিশ লক্ষ আশি হাজার পাঁচশত সাতাশ) টাকা। অপরদিকে আগস্ট, ২০১৭ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৮,৮২,৬৫,৫৯৮/- (আট কোটি বিরাশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা, সমাপনী জের ৯,৬৫,৪৮,৮৮৪/- (নয় কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত চুরাশি) টাকা।

সিদ্ধান্ত ঃ আগস্ট ২০১৭ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৪ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন।

আলোচনা ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসে স্টেশন হেলথ্ অর্গানাইজেশন, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেনানিবাসের সাধারণ স্বাস্থ্যগত পরিবেশ, বাসস্থান, পানি সরবরাহ, মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গ নিধন কার্যক্রম সন্তোষজনক আছে। তবে বিভিন্ন ইউনিট/সংস্থায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এন্টিম্যালেরিয়া কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে কীট নাশক ঔষধ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে আলোচনাক্রমে সভাপতি জানান যে, ঢাকা সেনানিবাস হতে ময়লা-আবর্জনা অপসারণের জন্য ১৫টি সাধারণ ট্রাকের সাথে বর্তমানে ২টি ডাম্পার ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব লোডার না থাকায় ময়লা লোড করতে অসুবিধা হচ্ছে। যদিও বিগত ঈদ-উল-আযহার সময় বিভিন্ন সংস্থা থেকে লোডার ধার করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৪.১। সেনানিবাসে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখাসহ মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণের রাখার জন্য সেনানিবাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের যাতে কোন প্রাদুর্ভাব না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি লোডার ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত লোডারের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত, দরপত্র প্রস্তুত ও যথাযথভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

(১) সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস।	--	সভাপতি
(২) জিই (আর্মি) নর্থ, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সদস্য
(৩) ১× কর্মকর্তা, ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সদস্য
(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(৫) কঞ্জারভেন্সী অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য

আলোচ্যবিষয়-৫ঃ আগস্ট, ২০১৭ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিবেদন।

আলোচনা ঃ আগস্ট ২০১৭ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মোট ২৩৫টি জন্ম নিবন্ধন ও ০৭টি মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে বনানী সামরিক কবরস্থানে মোট ১৫ জনকে দাফন করা হয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনাক্রমে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ সভাকে জানান যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত জন্ম নিবন্ধনে জন্ম সাল পরিবর্তন করার জন্য প্রায়শঃই আবেদন করা হয়। কিন্তু এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসারে জন্ম সাল সংশোধনের জন্য সেন্ট্রাল সার্ভারে কোনভাবেই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রবেশাধিকার নেই। সভাপতি মহোদয় আলোচনাক্রমে জানান যে, বনানী সামরিক কবরস্থানের পাশাপাশি মানিকদী কবরস্থানও সেনানিবাসের আওতাভুক্ত বিধায় উক্ত কবরস্থানের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে নিশ্চিত করতে হবে এবং বনানী কবরস্থানের মতো মানিকদী কবরস্থানে দাফন করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হলোঃ-

৫.১। প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গের আবেদনের ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রে জন্ম সাল সংশোধনের যৌক্তিক আবেদন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৩। বনানী সামরিক কবরস্থানের ন্যায় লেন/বাইলেন করার জন্য মানিকদী কবরস্থানের মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করে আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৪। মানিকদী কবরস্থানে দাফনের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এখন থেকে উক্ত কবরস্থানে দাফনের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

আলোচ্যবিষয়-৬ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রঃ নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র/রেজিস্ট্রিকৃত হেবাদলিলমূলে	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-সি/৫ (৬ষ্ঠ তলা, উত্তর-পূর্ব কোণ), রোড নং-০৬ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (শেখ হাসমত আলী গং এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার), সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ভবন, ফ্লোর-১১, ৬৯ মহাখালী আ/এ, ঢাকা-১২১২।	মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-সি/৫, রোড নং-৬, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-০৯/০৫/২০১৬	১৩/১০/২০১০ তারিখের ১৩০০/৩০/৩১/ নিরাপত্তা/১ নং পত্র।	০৮/১২/২০১০ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃব ঃঃএঃ/৭২/ফ্লাট নং-৫/সি/২০ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৪৫ বঃফুঃ (নিচ তলায় ০১(এক) টি গাড়ী পার্কিং, এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।
২.	প্লট নং-৮০, ফ্ল্যাট নং-৭ (৪র্থ তলা), রোড নং-১১ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব কাইজার রবিন পিতা-মরহুম এম এ রাজ্জাক, বাড়ী নং-৮০, ফ্ল্যাট নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবসা।	লেঃ কর্নেল বশির আহমেদ মোল্লা, পিতা-মরহুম এয়ার আলী মোল্লা, বাড়ী নং-৮০, ফ্ল্যাট নং-৭(৪র্থ তলা), রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-১৯/০৩/২০১৭	২৩.০১.৯০১.৮০০ .০২.১২১.০১.০৮. ০২.১৭-৪১৯৯ নং পত্র।	২২/২/২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃব ঃঃএঃ/৮০/ফ্লাট নং-৭(৪র্থ তলা পূর্ব) /১৯ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৭০০ বঃফুঃ নিচ তলায় ০১(এক) টি গাড়ী পার্কিং, এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।

আলোচ্যবিষয়-৭ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২৯৬০ বর্গফুট বা ১৮ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬/এ নং প্লট হতে ০৬(ছয়) কাঠা ভূমি (অবিভক্ত/অচিহ্নিত) এবং উক্ত প্লটে নির্মাণাধীন ০১ তলা বাড়ীর অংশসহ রেজিস্ট্রিকৃত হেবা দলিলমূলে মালিক শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ এর নামে নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোডের ১২৯৬০ বর্গফুট বা ১৮ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬/এ নং প্লটের যৌথ মালিক (১) শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু (২) শেখ শাহরিয়ার পান্না, উভয়ের পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ ও (৩) মিসেস শিরিন আক্তার, স্বামী-শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু। উক্ত প্লটে ০১ তলা বাড়ী নির্মাণাধীন রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-৬/এ/৯২ নং পত্রের মাধ্যমে শেখ শাহরিয়ার পান্না, পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ এর অংশের ০৬(ছয়) কাঠা ভূমিসহ (অবিভক্ত/অচিহ্নিত) নির্মাণাধীন বাড়ীর অংশটুকু তাঁর আপন ভাই শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ এর নামে হেবা/দান করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে শেখ শাহরিয়ার পান্না তাঁর অংশের জমি ও ভবন এর খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ তাঁর আপন ভাই শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত হেবা দলিল মূলে হেবা/দান সম্পাদন করে দেন। অতঃপর হেবা/দান সূত্রে মালিক শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর অংশ এবং ৬(ছয়) কাঠাভূমিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য আবেদন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে রেজিস্ট্রিকৃত হেবা দলিলমূলে মালিক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২৯৬০ বর্গফুট বা ১৮ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬/এ নং প্লট হতে ০৬(ছয়) কাঠা ভূমি (অবিভক্ত/অচিহ্নিত) এবং উক্ত প্লটে নির্মাণাধীন ০১ তলা বাড়ীর অংশসহ শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, পিতা-মৃত শেখ আব্দুল হামিদ এর নামে নামজারীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৮ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লট সংলগ্ন বরাদ্দের অতিরিক্ত দখলীয় ১০৬০ বর্গফুট (কমবেশী) জমি লীজ প্রদানের নিমিত্তে শামীমা এ খান এর ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বিশিষ্ট ৭৪ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক মিসেস শামীমা এ খান, স্বামী- জনাব এম আতিকুল্লাহ খান মাসুদ। উক্ত প্লট সংলগ্ন ১০৬০ বর্গফুট (কম/বেশী) অতিরিক্ত জমি তাঁর দখলে থাকায় ১৩/৩/২০০৩ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক তা দখল মুক্ত করে অত্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্লটের মালিক কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে ৫০০২/২০০৩ নং মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষে সিনিয়র এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন পরিচালনা করে আসছিলেন। বিগত ২৯/৬/২০০৯ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে রুল অবসুলুট করেন এবং দরখাস্তকারী মিসেস শামীমা এ খান এর বরাবরে আলোচ্য ১০৬০ বর্গফুট খালী ভূমি রায় প্রাপ্তির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে লীজ দলিল সম্পাদন করে দিতে আদেশ প্রদান করেন। যার প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিএমপি ৩৯৯ দাখিল করা হয়। উল্লেখ্য যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষের আইনজীবি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন উক্ত মামলা পরিচালনায় বিব্রত বোধ করায় জনাব ফিদা কামাল, বার এট ল এর সহিত যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তিনিও উক্ত মামলা পরিচালনায় অনীহা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে জনাব আক্তার ইমাম, বার এট ল এর সহিত মামলা পরিচালনার জন্য যোগাযোগ করা হলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তিনি তাঁর ফি ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার দাবী লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। উক্ত টাকার মধ্যে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধের জন্য ২৮/১/২০১০ তারিখের অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-০৯ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে ঃ-

> *"ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার যে সকল প্লটের সঙ্গে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি রয়েছে তা উদ্ধার করে স্বতন্ত্র প্লট করা না গেলে বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা না গেলে এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দলাভকারীগণ যদি প্লট সংলগ্ন অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন তবে তা বর্তমান বাজার মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তাঁদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।"*

এরই মধ্যে উল্লেখিত ৭৪ নং প্লট সংলগ্ন ১০৬০ বর্গফুট জমি লীজ/বরাদ্দ চেয়ে প্লটের মালিকের পক্ষে তাঁর স্বামী-জনাব এম আতিকউল্লাহ খান মাসুদ গত ২০/৪/২০১০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে আবেদনপত্রটি ৩১/৫/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-০৮ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লট সংলগ্ন ১০৬০ বর্গফুট জমির সাথে অন্যান্য আবেদনকারীদের জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে কি নীতিমালা অনুসৃত হবে সে বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অতিরিক্ত জায়গা বরাদ্দের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও জমির মূল্য নির্ধারণের নিমিত্তে ১০/১১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১০ এর সিদ্ধান্তে (১) সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস, সভাপতি (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা

৩.	প্লট#৬১, (তিন তলা বাড়ী) রোড#৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ফরিদা তুদ দাহার স্বামী-মৃত হোসেন আহমেদ, বাড়ী নং-৬১, রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	(১) জনাব মোহাম্মদ মাজ, পিতা-ইব্রাহিম দাউদ মামুন (২) জনাব মোহাম্মদ আম্বার, পিতা-বিলাল ডি মামুন,বাড়ী নং-৬১, রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-২০/৯/২০১৭	২২/৬/ ২০১৭ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০ ০.০৩.০২৮.০১. ২২.০৬.১৭/১ নং পত্রে	০১/৮/২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ ৬১/৯৫ নং পত্র।	প্লট নং-৬১, জমির পরিমান-৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা (তিনতলা পুরাতন বাড়ী)। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।
৪.	প্লট# ১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#বি/৪ (৫ম তলা), রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস উম্মে কুলসুম, স্বামী-লেঃ কর্ণেল ফরিদুল মাহমুদ প্লট#১৬/এইচ, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	সেহেলী আক্তার খান, স্বামী-খালেদ হাসান প্লট#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#বি/৪ (৫ম তলা), রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	১৮/৫/২০১৭ তারিখের ২৩.০৫.৫০১.৩০ ০.১০.০২৯.০১. ১৮.০৫.১৭ নং পত্র।	১২ জুন ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্ল ট নং-১৬/এইচ/ফ্ল্যা ট নং-বি/৪(৫ম তলা)৬১	পরিমান-৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা, ০৬(ছয়) তলা ভবন। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।

আলোচনা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭২ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৬ষ্ঠ তলার ১৩৪৫ বর্গফুট বিশিষ্ট সি/৫ (৬ষ্ঠ তলা, উত্তর-পূর্ব কোণ) নং ফ্ল্যাট, ৮০ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ১৭০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৭ (৪র্থ তলা) নং ফ্ল্যাট, ৭.৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬১ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত ০৩(তিন) তলা বাড়ী এবং ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ১৫৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বি/৪ (৫ম তলা) নং ফ্ল্যাট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিচতলায় ১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রয় করে নামজারীর জন্য আবেদন করেছেন। আলোচ্য প্লটসমূহে নির্মিত বাড়ীতে অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন জমিও দখলে নেই। উক্ত বাড়ীর বার্ষিক গৃহকর হাল নাগাদ পরিশোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ-

৬.১। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭২ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ১৩৪৫ বর্গফুট বিশিষ্ট সি/৫ (৬ষ্ঠ তলা, উত্তর-পূর্ব কোণ) নং ফ্ল্যাট (নিচ তলায় একটি গাড়ী পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ) রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান এর নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৬.২। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮০ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ১৭০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৭ (৪র্থ তলা) নং ফ্ল্যাট (নিচ তলায় একটি গাড়ী পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ) রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা লেঃ কর্নেল বশির আহমেদ মোল্লা, পিতা-মরহুম এয়ার আলী মোল্লা এর নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৬.৩। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭.৫ কাঠা বিশিষ্ট ৬১ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত ০৩(তিন) তলা বাড়ী রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা (১) জনাব মোহাম্মদ মাজ, পিতা-ইব্রাহিম দাউদ মামুন (২) জনাব মোহাম্মদ আম্বার, পিতা- বিলাল ডি মামুন এর নামে যৌথভাবে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৬.৪। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ১৫৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বি/৪ (৫ম তলা) নং ফ্ল্যাট (নিচ তলায় একটি গাড়ী পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ) রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা সেহেলী আক্তার খান, স্বামী-খালেদ হাসান এর নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সদস্য (৩) রেভিনিউ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-কে, সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সাব রেজিষ্ট্রার, গুলশান, ঢাকা হতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার জমির (লালাসরাই মৌজার) বর্তমান বাজার দর সংগ্রহ করে। ৭৪ নং প্লটের মালিক মিসেস শামীমা এ খান এর পক্ষে তাঁর স্বামী জনাব মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ এর ৮/৩/২০১১ তারিখের আবেদনসহ গত ১৮/৯/২০১১ তারিখে ১৬/জি নং প্লটের মালিক সাবেরা আহমেদ চৌধুরী (কলি), স্বামী- বিচারপতি এ,এইচ,এম শামসুদ্দিন চৌধূরী (মানিক) এর আবেদনপত্র এবং ২৭/বি নং প্লটের মালিকগণের পক্ষে এম আতিকুল্লাহ খান মাসুদ এর ১০/২/২০১১ তারিখের আবেদনপত্রসমূহ গত ১৭/১০/১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার অলোচ্যসূচী-৮ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ঃ-

"বিষয়টি সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।"

কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিজস্ব/সি শ্রেণীভূক্ত জমি বিধায় পরবর্তী ২৬/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-০৯ এর মাধ্যমে পুনরায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে ঃ-

"সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও রেভিনিউ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মতামত অনুসারে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লট সংলগ্ন অতিরিক্ত জমি উদ্ধার করে স্বতন্ত্র প্লট না করা গেলে বরাদ্দলাভকারীগণ যদি প্লট সংলগ্ন অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন তবে তা বর্তমান বাজার মূল্যের ০৩ গুন মূল্য এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খাজনা পরিশোধ সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সেপ্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৬/জি নং প্লটের মালিক মিসেস সাবেরা আহমেদ (কলি), স্বামী-বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধূরী (মানিক), ২৭/বি নং প্লটের মালিকগণের পক্ষে এম আতিকুল্লাহ খান মাসুদ এবং ৭৪ নং প্লটের মালিক মিসেস শামীমা এ খান, স্বামী-এম আতিকুল্লাহ খান মাসুদ এর প্লট সংলগ্ন অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের আবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক।"

পরবর্তীতে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/এলএ/৫/১০/২৪০ নং পত্রের মাধ্যমে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/ ১৪১-৭৪-২/শা-৩/৪৯ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার সি শ্রেণীভূক্ত জমি বরাদ্দের জন্য সিএলএ রুলস-১৯৩৭ এর ২৬ বিধি অনুযায়ী সিডিউল-৫ ফরম পূরণ করা প্রয়োজন কিন্তু উহা প্রেরণ করা হয়নি বিধায় বিষয়টির উপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানিয়েছেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লট সংলগ্ন বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০৬০ বর্গফুট (কম/বেশী) জমি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল আপীল নং ১৩৬/২০১০ পরিচালনার নিমিত্তে সিনিয়র আইনজীবি আখতার ইমাম, বার এট ল এর দাখিলকৃত ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার বিল পরিশোধ না করায় উক্ত মামলাটি খারিজ হয়। বিষয়টি ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ৮ নং আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত প্লট সংলগ্ন ১০৬০ বর্গফুট (কম/বেশি) জমির বিষয়ে আপীল বিভাগের আদেশের বিরুদ্ধে লীভ টু আপীল করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সিভিল আপীল মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শহিদুল ইসলাম সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে বোর্ডের আইন উপদেষ্টা জানান এবং মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল করে মোকাদ্দমাটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়। উক্ত মোকদ্দমাটি শুনানীর পূর্বেই আইনজীবির বিল পরিশোধ করার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টা বেগম রেজিনা মাহমুদ ০৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে এবং বিচারপতি (অবঃ) শহিদুল ইসলাম ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা টাকার বিল দাখিল করেন এবং উক্ত ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। গত ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে শামীমা এ খান আবেদনে জানান যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল আপিল নং-১৩৬/২০১০ মহামান্য আদালত গত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে খারিজ করে রায় প্রদান করেছেন এবং অবিলম্বে উক্ত জমি তার নামে লীজ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে তিনি ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন ঃ-

"ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লটের অন্তর্গত অতিরিক্ত কমবেশী ১০৬০ বর্গফুট ভূমির বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল আপীল নং-১৩৬/২০১০ মহামান্য আদালত গত ২৯/৩/২০১৭ ইং তারিখে না মঞ্জুর করতঃ হাইকোর্টের বিগত ২৯/৪/২০০৯ ইং তারিখের রায় বহাল রাখেন। মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুসারে বোর্ডকে তাহার বিগত ১১/১১/১৯৯২ ইং তারিখের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উক্ত সম্পত্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে লীজ দলিল সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায় বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আবেদনকারী বরাবরে অতিরিক্ত জমি লীজ বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং-১৩৬/২০১০ এর রায়ের আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭৪ নং প্লট সংলগ্ন বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০৬০ বর্গফুট (কম/বেশী) জমি উক্ত প্লটের মালিক মিসেস শামীমা এ খান এর অনুকূলে ২৬/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-০৯ এর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সরকারী সর্বশেষ বিধি বিধান অনুযায়ী জমির মূল্য ও খাজনা পরিশোধ সাপেক্ষে ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৯ঃ শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ক্যান্টিন এর ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান এর ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের ক্যান্টিন বরাদ্দের জন্য শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান ২৪ জুন, ১৯৯৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সুপারিশের ভিত্তিতে ২৯ জুন, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার-৬ নং সিদ্ধান্তের আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৭ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের ঢাক্যাবো/টিআরসি/৫০/১৮৯ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য নিজ খরচে ১২'x১৮' ফুট সেমি পাকা দোকান ঘর নির্মাণ করার অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ক্যান্টিনের মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে ৭ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসরের জন্য বরাদ্দ/ভাড়া প্রদান করা হয়। উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান এর ৭ জুন, ২০০০ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০ জুলাই, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার-১৭ নং সিদ্ধান্তের আলোকে ১০% ভাড়া বৃদ্ধি করে মাসিক ৫৫০/-(পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা ভাড়ার ভিত্তিতে ০১ আগস্ট, ২০০০ তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য ভাড়া/পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যান্টিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা সালামীতে মাসিক ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা ভাড়ায় পুনরায় ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ইজারা/ভাড়া প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ক্যান্টিন ইজারা/ভাড়ার মেয়াদ ৩১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় ক্যান্টিনটি পুনরায় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য পুনঃবরাদ্দের জন্য শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান ০২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবদেনপত্রটি ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে মাসিক ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ভাড়া এবং এককালীন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সালামীতে ০১(এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। যার মেয়াদ ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। উক্ত ক্যান্টিনটি ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দ করার জন্য বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান ২২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য জনাব শেখ মোঃ আমিরুজ্জামান-কে মাসিক ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ভাড়া এবং এককালীন ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সালামীতে ০১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ হতে ৩১ জুলাই, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১০ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত রিক্সা পাশ চেক করার নিমিত্ত মেশিন সরবরাহের জন্য আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস এর ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৪৮.০৩.১৫৯.০৩.২১.০৮.১৭ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক রিক্সা লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে রিক্সা মালিকদের পরিচয়পত্র ডিজিটাল (আরএফ আইডি) পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে। সেনানিবাসে চলাচলরত রিক্সার প্রদানকৃত কার্ডসমূহ ছাড়াও অন্যান্য অবৈধ রিক্সা মালিক/চালক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রদানকৃত আইডি কার্ড এবং পোশাক নকল করে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে চলাচল করছে। সেনানিবাসের নিরাপত্তা ও যানজট নিরসনকল্পে যাতে কোন অবৈধ রিক্সা চলাচল করতে না পারে সে লক্ষ্যে রিক্সার পাশ নিরীক্ষার নিমিত্তে ০৩(তিন)টি পাশ চেকিং মেশিন সরবরাহ করার জন্য আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৪৮. ০৩.১৫৯.০৩.২১.০৮.১৭ পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিক্সার পাশ যাচাই করার জন্য ইতোপূর্বে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে আর্মি এমপি ইউনিটে ০১ টি, ১৩ এমপি ইউনিটে ০১টি ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে ০১টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনাক্রমে সভাপতি মহোদয় জনান যে, স্টেশন সদর দপ্তর হতে ইস্যুকৃত গাড়ীর স্টীকার যাচাই করার জন্য মোবাইল ফোনে একটি এ্যাপ ডাউনলোড করে সম্পাদন করা হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত রিকশার পাশ/লাইসেন্সও একইভাবে যাচাই করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত রিকশার পাশ/লাইসেন্স যাচাই করার জন্য স্টেশন সদর দপ্তরের গাড়ীর স্টীকার যাচাই করার ন্যায় অনুরূপ মোবাইল ফোন এ্যাপ ব্যবহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ ব্যাপারে স্টেশন সদর দপ্তর কারিগরী সহায়তা/পরামর্শ প্রদান করবে।

আলোচ্যবিষয়-১১ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকশা লাইসেন্স নীতিমালা প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৩১ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় চলাচলের জন্য পূর্বের ১০৪৫ টি রিক্সা লাইসেন্স বাতিল করে নতুন ভাবে রিক্সা লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ঢাকা সেনানিবাস এলাকার পরিধি ও বাসিন্দাদের চাহিদা বিবেচনা করে রিকশা লাইসেন্স ইস্যুর বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাস এলাকার পরিধি ও বাসিন্দাদের চাহিদা বিবেচনা করে ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত রিকশা লাইসেন্সসহ সর্বমোট ৮০০ (আটশত)টি রিকশা লাইসেন্স ইস্যুসহ নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ-

১. কোন একক ব্যক্তির অনুকূলে একের অধিক রিকশা লাইসেন্স ইস্যু করা যাবে না।
২. ইতোপূর্বে যাদেরকে রিকশা লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তা সম্বলিত স্টীকার প্রদান করা হবে যাতে মোবাইল ফোন এ্যাপের মাধ্যমে তাদের সঠিকতা যাচাই করা যায়।
৩. লাইসেন্স প্রাপ্ত রিকশার হুড লাল রঙের হবে।
৪. রিকশা চালকদের হলুদ রঙের কটি পরতে হবে।
৫. রিকশার সম্মুখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মনোগ্রামযুক্ত নম্বর প্লেট প্রদর্শন করতে হবে।
৬. প্রতিটি রিকশার পিছনে নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।
৭. ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত বিশেষ নিরাপত্তা সম্বলিত আইডি কার্ড রিকশা চালকদের গলায় ঝুলাতে হবে।
৮. রিকশা চালকগণ যাত্রীর গন্তব্যস্থলে নির্ধারিত ভাড়ায় যেতে বাধ্য থাকবেন।
৯. রিকশা মালিকগণ রিকশা চালকদের নিকট হতে দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকার বেশী জমা আদায় করতে পারবেন না।
১০. রাতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রিকশা চালাতে হবে।
১১. অনুমোদিত রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তায় রিকশা চালানো যাবে না।
১২. রিকশা চালকের মাধ্যমে সেনানিবাস এলাকায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হলে এর যাবতীয় দায়ভার রিকশা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১২ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নিজ খরচে দোকান নির্মাণের জন্য জায়গা বরাদ্দের নিমিত্তে (১) মোহাম্মদ সাদমান সাকিব, পিতা-মোঃ নুরুল মোমেন খান, (২) জনাব আলী আহমদ খান, পিতা- মোঃ এলাহী হোসেন ও (৩) জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, পিতা- মোঃ নাসির উদ্দিন এর আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নিজ খরচে দোকান নির্মাণের জন্য জায়গা বরাদ্দের জনাব (১) মোহাম্মদ সাদমান সাকিব, পিতা-মোঃ নুরুল মোমেন খান ১৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে (২) জনাব আলী আহমদ খান, পিতা- মোঃ এলাহী হোসেন ১৩ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে ও (৩) জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, পিতা- মোঃ নাসির উদ্দিন ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে আবেদন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে বোর্ডের অবৈধ দখলকৃত জমি দখলে রাখাসহ রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে খালি জায়গা চিহ্নিত করণ সাপেক্ষে নিজ খরচে দোকান নির্মাণ করার শর্তে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এককালীন সেলামী এবং প্রতি বর্গফুট ১২/- (বার) টাকা হারে মাসিক ভাড়ায় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন) জনকে খালি স্থান বরাদ্দ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(১) মোহাম্মদ সাদমান সাকিব, পিতা-মোঃ নুরুল মোমেন খান;
(২) জনাব আলী আহমদ খান, পিতা- মোঃ এলাহী হোসেন;
(৩) জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, পিতা- মোঃ নাসির উদ্দিন।

আলোচ্যবিষয়-১৩ঃ ডেভলপার কোম্পানী কীর্তি হোল্ডিংস লিমিটেড এর নিরাপত্তা জামানত বাবদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাকৃত ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার জামানত ফেরত প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ জনাব আব্দুল মুক্তাদির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কীর্তি হোল্ডিংস লিমিটেড কর্তৃক মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ১১০৩ নং প্লটে বাড়ী নির্মাণ করার জন্য ডেভলপার নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) বাবদ ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্লটে বাড়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে বাড়ীর মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছেন মর্মে ছাড়পত্রসহ জামানত বাবদ জমাকৃত ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা ফেরত চেয়ে ০২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রটির বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ডেঃভোঃ/কীঃহোঃলিঃ/৬৫ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে প্লট মালিক/ফ্ল্যাট ক্রেতাদের কোন প্রকার অভিযোগ/আপত্তি আছে কিনা তা অবহিত করার জন্য সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসকে অনুরোধ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ২৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ২৩.২২.০০০১.০০৭. ০৫.০১১.০৮.২৩ (মিরপুর-১১০৩) নং পত্রে উক্ত প্লটের বিষয়ে কোন অভিযোগ/আপত্তি নেই মর্মে জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে ডেভলপার কোম্পানী কীর্তি হোল্ডিংস লিমিটেড এর নিরাপত্তা জামানত বাবদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাকৃত ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৪ঃ ডেভলপার কোম্পানী সান সেড বিল্ডার্স এর নিরাপত্তা জামানত বাবদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাকৃত ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকার জামানত ফেরত প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ মেজর মোঃ খায়রুল আলম, প্রোপ্রাইটর, সান সেড বিল্ডার্স কর্তৃক মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ৪৮৮ নং প্লটে বাড়ী নির্মাণ করার জন্য ডেভেলপার নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) বাবদ ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্লটে বাড়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে বাড়ীর মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছেন মর্মে ছাড়পত্রসহ জামানত বাবদ জমাকৃত ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা ফেরত চেয়ে ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রটির বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ডেঃভোঃ/সাঃশেঃবিঃ/২৩ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে প্লট মালিক/ফ্ল্যাট ক্রেতাদের কোন প্রকার অভিযোগ/আপত্তি আছে কিনা তা অবহিত করার জন্য সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসকে অনুরোধ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ২৩.২২.০০০১.০০৭.০৪.০৩৩.৯৩-৮৫(বারিধার-৪৮৮) নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্লটের বিষয়ে অভিযোগ/আপত্তি নেই মর্মে জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে ডেভলপার কোম্পানী সান সেড বিল্ডার্স এর নিরাপত্তা জামানত বাবদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাকৃত ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৫ঃ রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ২য় তলার ১০ নং দোকানের জমাকৃত সালামীর টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব আসিফুল আব্দুল্লাহ ইউসুফ এর ২৯ মে ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ রজনীগন্ধা টাওয়ার এর দোকানসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে জনাব আসিফুল আব্দুল্লাহ ইউসুফ ২য় তলার ১০ নং দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ১৭,০০০/-(সতের হাজার) টাকা হারে মোট ২২,৭৮,০০০/-(বাইশ লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। উক্ত সালামীর টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হলে জামানতসহ সালামী বাবদ মোট ১৪,৭৩,৭৫০/-(চৌদ্দ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট ৮,০৪,২৫০/-(আট লক্ষ চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত সর্বোচ্চ দরদাতা বর্তমানে আর্থিক সংকটের কারণে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না মর্মে জমাকৃত সালামীর টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করেছেন। দোকান বরাদ্দের নীতিমালায় সর্বোচ্চ দরদাতা দোকানের এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ পরিশোধ করার পর দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জমাকৃত নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ২য় তলার ১০ নং দোকানের ইজারা গ্রহীতা জনাব আসিফুল আব্দুল্লাহ ইউসুফ এর ইজারা বাতিল করতঃ দোকান বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী জমাকৃত নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত এবং কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৬ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পাকা সিঁড়ি সংলগ্ন বরাদ্দকৃত ৫৬ বর্গফুট জায়গার ইজারা বাতিল করায় সালামী হিসেবে জমাকৃত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর ৯ জুলাই ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পাকা সিঁড়ি সংলগ্ন ৫৬ বর্গফুট জায়গা পাকা ৯৭ নং দোকানের সামনে ৯৭/এ নং দোকান করার জন্য ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ৫০বিবিধ-৭ এর সিদ্ধান্তের আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/মুরগী/১/১৭৫ নং পত্রে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা সালামীতে ০১ বছর মেয়াদে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ মুসলিম কে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত স্থানে দোকান ঘর নির্মাণ না করার ফলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/মুরগী/১/১৭৮ নং পত্রে বরাদ্দ বাতিল করা হয়। সালামী হিসেবে জমাকৃত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ফেরত চেয়ে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পাকা সিঁড়ি সংলগ্ন ৫৬ বর্গফুট বরাদ্দকৃত স্থানের ইজারা বাতিল করায় সালামী হিসেবে জমাকৃত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৭ঃ খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বারিধারা ডিওএইচএস এর নিম্নবর্ণিত বাড়ী/ফ্ল্যাটের মালিকগণের গৃহকর মওকুফের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	মন্তব্য
১.	লেঃ কর্ণেল মোঃ মনোয়ার হোসেন বীর বিক্রম (অবঃ)	১০৪	খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা
২.	ব্রিগেঃ জেনাঃ এস এম ইকবাল হোসেন (অবঃ)	১২৫	মুক্তিযোদ্ধা
৩.	ব্রিগেঃ জেনাঃ আহমেদ আলী (অবঃ)	৪০৩	মুক্তিযোদ্ধা
৪.	ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আবদুর রব (অবঃ)	৪৯৮	মুক্তিযোদ্ধা

আলোচনা ঃ রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কর মওকুফের বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন-২) এর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের মালিকানাধীন ইমারত বা জমিতে তাঁহাদের নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের উপর হোল্ডিং কর এবং অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের বসবাসের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিং এ অবস্থিত ইমারত বা জমির উপরস্থিত ১,০০০ (এক হাজার) বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত ফ্ল্যাটের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাবে না; তবে শর্ত থাকে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন ইমারত বা জমির কোন অংশ বাণিজ্যিক বা ভাড়ায় বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে উক্ত ইমারত বা জমির অংশের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাবে। উপরোক্ত ০৪(চার) টি বাড়ী/প্লটের হোল্ডিং কর প্রজ্ঞাপন অনুসারে মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন-২) এর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী বারিধারা ডিওএইচএস এর নিম্নবর্ণিত হোল্ডিংসমূহের শুধুমাত্র নিজ বসবাসের অংশের গৃহকর মওকুফের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	মন্তব্য
১.	লেঃ কর্ণেল মোঃ মনোয়ার হোসেন বীর বিক্রম (অবঃ)	১০৪	খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা
২.	ব্রিগেঃ জেনাঃ এস এম ইকবাল হোসেন (অবঃ)	১২৫	মুক্তিযোদ্ধা
৩.	ব্রিগেঃ জেনাঃ আহমেদ আলী (অবঃ)	৪০৩	মুক্তিযোদ্ধা
৪.	ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আবদুর রব (অবঃ)	৪৯৮	মুক্তিযোদ্ধা

আলোচ্যবিষয়-১৮ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রঃ নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নম্বর	ঠিকানা	এমইও'র ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১.	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) ওয়াসিম আহমেদ আশরাফ	৩০২	মিরপুর ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা ভবন (দোতলা পুরাতন ভবন ভেঙ্গে)
২.	লেঃ কর্ণেল মোঃ আছির উদ্দিন দেওয়ান	৪৫৪	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭(সাত) তলা ভবন (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট এবং ৩য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট)
৩.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ফরিদুল মাহমুদ	১০২২	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (অভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৫ম তলায় এক ইউনিটকে দুই ইউনিটে রূপান্তর এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা ডুপ্লেক্স)
৪.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ এ এম আফজালুল আবেদীন, পিএসসি	১২০১	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭(সাত) তলা ভবন (অভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৭ম তলায় দু'টি ফ্ল্যাটের সাইজ পরিবর্তন)

৫.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এ বি এম আজিজুল ইসলাম	১২৬৪	মিরপুর ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা (খালি প্লট)
৬.	মিসেস হাসিনা খাতুন	১৬৪	মহাখালী ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৬ তলা (অভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৫ম তলা)
৭.	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) সাহাবুদ্দিন খান	২২৩	মহাখালী ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা (পুরাতন ৪ তলা ভবন ভেঙ্গে)
৮.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ লতিফ হোসেন	বি/১৫৮	মহাখালী ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা (দোতলা পুরাতন ভবন ভেঙ্গে)
৯.	কমান্ডার (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (এস), বি এন গং	বি/১৬৫	মহাখালী ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা (পুরাতন তিন তলা ভবন ভেঙ্গে)
১০.	বেগম তাসরিন হোসেন স্বামী-জনাব লিয়াকত হোসেন	২৩/১	বনানী ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা ভবন বেজমেন্টসহ (বিভাজিত)
১১.	মিসেস ফাতেমা সায়ীদুল হক	৫৯	বনানী ডিওএইচএস		নতুন ০৭ তলা ভবন বেজমেন্টসহ (পুরাতন ০২ তলা ভবন ভেঙ্গে)
১২.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল খালেক	৩০৪	বারিধারা ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৬ তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিবর্তন)
১৩.	গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম খলিলুর রহমান	৪৮৭/বি	বারিধারা ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৭ তলা. (অভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার রুমের সাইজ পরিবর্তন)
১৪.	ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম এ হাশেম	৫৩২	বারিধারা ডিওএইচএস		সংশোধিত ০৬ তলা (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা নির্মান)

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ডিওএইচএস এলাকার ১৪ টি প্লটে বাড়ী/ভবন নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নকশাগুলো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বিল্ডিং বাই-লজ অনুযায়ী Set back ঠিক আছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ব্যাপারে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যয়ন দিয়েছেন মর্মে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১৮.১। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে Land point of view-তে ডিওএইচএস সমূহের জন্য এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখার ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আলোচ্য বিষয়-১৮ এর ক্রমিক নং-১, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর ০৭টি প্লটে ০৭(সাত) তলা নতুন ভবন নির্মাণের নকশা নিম্নোক্ত শর্তাধীনে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্থগিতসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

১৮.২। ক্রমিক নং-২, ৩, ৪, ৬, ১২ ও ১৩ এ উল্লেখিত ০৬টি প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের নকশা এমআইএসটি কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কারিগরী ভেটিং বাবদ এমআইএসটির যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, নির্মাণাধীন ভবনের অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণ সাপেক্ষে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের নকশা অনুমোদন করা হবে।

১৮.৩। ক্রমিক নং-১৪ এ উল্লেখিত ০১টি প্লটের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশা এমআইএসটি কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কারিগরী ভেটিং বাবদ এমআইএসটির যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৯ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	মুসলিম মডার্ণ একাডেমির খেলার মাঠের নিচু জায়গায় মাটি ভরাটকরণসহ ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন এবং স্কুলের বিভিন্ন টয়লেটের স্যুয়ারেজ লাইন ও পিট প্রতিস্থাপন কাজ।	১০,৭৪,১২৮/-	অনুদান/ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় তহবিল	সদর দপ্তর লজিষ্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের পত্র।
২.	মুসলিম মডার্ণ একাডেমির দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণারের গেইট হতে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের(শহীদ বদিউজ্জামান রোড) এর স্বাধীনতা সরণির সংযোগ পর্যন্ত রাস্তা উঁচুকরণসহ ফুটপাত নির্মাণ কাজ।	৬৮,৯৯,৮১৩/-	বোর্ডের স্থানীয় আয়	সদর দপ্তর লজিষ্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের পত্র।
৩.	জিয়া কলোনী এমপি চেকপোষ্ট হতে পশ্চিম দিকে শহীদ সরণি সংযোগ পর্যন্ত (ফ্ল্যাইওভারের নিচে) আইল্যান্ডের চেইন, পাইপ, ফুটপাত ও আইল্যান্ডের উভয় পার্শ্বে রংকরণ কাজ।	২,৯৯,৪৮৮/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক (রাস্তা ঘাট মেরামত খাত)	স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের পত্র।
৪.	শহীদ জহাঙ্গীর গেইটের সম্মুখে ফুটপাতের উপর বেরিয়ার উঁচুকরণ, স্পাইক বেরিয়ার ও জিআই পাইপের রেলিং মেরামত, সিএমএইচ এর সম্মুখে রেলিং মেরামত ও সেনাভবনের পশ্চিম পার্শ্বে গ্রীল ওয়েল্ডিংকরণ।	৬৮,৭৮০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক (রাস্তাঘাট মেরামত খাত)	আর্মি এমপি'র অনুরোধে
৫.	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের নিচতলার উত্তর পূর্ব কর্ণারে গাড়ীর গ্যারেজ নির্মাণ।	১২,২৫,২৪৯/-	অনুদান	সাভূসে অধিদপ্তরের ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের পত্র।
৬.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯৫৪ সাল থেকে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী স্ক্যানিং, কপি ও বৎসর ভিত্তিক বাঁধাইকরণ।	১,২৪,০০০/-	প্রশাসনিক শাখার নৈমিত্তিক খাত	
৭.	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর অফিসের নিচতলার পূর্ব পার্শ্বের কক্ষটি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের সভাকক্ষ হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত সংস্কারকরণ কাজ।	৮,৫৫,২২৬/-	অনুদান	এমইও, ঢাকার ২৩/৭/২০১৭ তারিখের পত্র।
৮.	সিএসডি ব্রডওয়ে বিল্ডিং এর সামনে এবং হাজী মহসিনের সম্মুখে স্টেশন মেস-বি এর রাস্তায় অতি বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্ত মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	৩,১৪,৯৬৩/-	রাস্তা ঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সিএসডি এবং জিই(আর্মি) সাউথ এর অনুরোধে
৯.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার পার্কে ভাঙ্গা/ জরাজীর্ণ পোল ও তার পরিবর্তনকরণ কাজ।	১,৯৯,৬৭১/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ তহবিল	সংশ্লিষ্ট ডিওইচএস পরিষদের ২০/৭/১৭ তারিখের পত্র।

আলোচনা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে আলোচ্যবিষয়-১৯ এর ০৯টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং- ৩, ৪, ৬ ও ৮ এ বর্ণিত ০৪(চার)টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রমিক নং-১, ২, ৫, ৭ ও ৯ এ বর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২০ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত
১.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট বোর্ড জেনাঃ হাসপাতাল (পুরাতন ভবন) সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০৮টি স্টাফ কোয়ার্টারের পানির সমস্যা দূরীকরণের জন্য পানির লাইন মেরামত ও ওয়াস করণ কাজ।	৫১,৮৫৮/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ	৫১,৮৫৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (পানি)
২.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের নতুন ও পুরাতন ভবনের স্প্লিট টাইপ এসি কমপ্রেসার পরিবর্তন, গ্যাস চার্জ, সার্ভিসিং এবং ড্রপআউট ফিউজ পরিবর্তন কাজ।	১,৯২,৯২৮/-	মেসার্স সোহানা রিফ্রিজারেশন	১,৯২,৮২৮/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৭ উপলক্ষে শহীদ সরণিস্থ শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ চৌরাস্তা পর্যন্ত এবং স্বাধীনতা সরণির উভয় পার্শ্বের নিরাপত্তা বাতির পোল (ব্রাকেট ও সেডসহ), সিগন্যাল পোল রংকরণ এবং বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড পেইন্টিংকরণ কাজ।	১,১৫,২৮৮/-	মেসার্স আরআর কর্পোরেশন	১,১৫,২৮৮/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৪.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৭ উপলক্ষে শহীদ সরনিস্থ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ সংলগ্ন চৌরাস্তা হতে সিগন্যাল গেইট হয়ে বালুঘাট গোল চত্বর এবং সিগন্যাল গেইট হতে আইএসএসবি (রাস্তার উভয় পার্শ্ব) হয়ে জিয়াকলোনী এমপি চেকপোষ্ট পর্যন্ত নিরাপত্তা বাতির পোল (ব্রাকেট ও সেডসহ) এবং ট্রাফিক সিগন্যাল পোল পেইন্টিংকরণ কাজ।	১,৫১,৩৫৮/-	মেসার্স দরবার শরীফ এন্টারপ্রাইজ	১,৫১,৩৫৮/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৫.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং ২৬/ডি-১০ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৮৪,৫১২/-	মেসার্স এস এস ট্রেডার্স	৮৪,৫১২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৬.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার ২৫/এ-৩ (২য় তলা পশ্চিম পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৯৫,৫৪৬/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৯৫,৫৪৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৭.	নির্ঝর আবাসিক এলাকা ও ভাষাণটেক পকেট গেইটে আর্চওয়ের উপর ০২টি ছাউনি ও ০২টি লোহার বেরিয়ার নির্মাণ কাজ।	১,২০,৭৪৪/-	মেসার্স এমএন্ডএম এন্টারপ্রাইজ	১,২০,৭৪৪/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত)
৮.	স্বাধীনতা সরণির বনানী এমপি চেক পোষ্টের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ কাজ।	১,১৯,৩৫৩/-	মেসার্স এমএন্ডএম এন্টারপ্রাইজ	১,২৫,১৪১/-	রাস্তাঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষ খাত
৯.	আর্মি এমপি ইউনিটের জন্য ৪০টি ডিজিটাল রোটারী লাইট সরবরাহকরণ।	১,৬০,০০০/-	মেসার্স এ বি সি ট্রেডার্স	১,৬০,০০০/-	বোর্ড তহবিল
১০.	শহীদ সরণি ও স্বাধীনতা সরণি ও শহীদ বদিউজ্জামান রোডের ভাঙ্গা/ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত, কার্পেটিং ও সীলকোটকরণ।	২৫,২৪,১৯৩/-	মোঃ জসিম উদ্দিন পাটওয়ারী	২৫,২৪,১৯৩/-	বোর্ড তহবিল
১১.	শহীদ সরণি/স্বাধীনতা সরণি, শহীদ বাশার রোড ও অন্যান্য রাস্তায় রোড মার্কিং পেইন্ট দ্বারা মার্কিংকরণ।	১০,০৫,৮৪১/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	১০,০৫,৮৪১/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (প্রকল্প)

১২.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ চালু করার জন্য ভেন্টিলেশন এর পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪,৯৯,৮০০/-	আনিফকো হেলথকেয়ার	৪,৯৯,৮০০/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
১৩.	শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে ১৩ এমপি ইউনিট পর্যন্ত সাইন বোর্ড, আর্মি এভিয়েশন হতে জাহাঙ্গীর গেইট আইল্যান্ড, ফুলের চারী, বিউটি স্পট, বাসস্ট্যান্ড, গ্রীল ইত্যাদি চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	১,৩০,০০০/-	মেসার্স আরকে বিল্ডার্স	১,৩০,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৪.	১৩ এমপি ইউনিট হতে স্বাধীনতা সরণির চৌরাস্তা পর্যন্ত সাইন বোর্ড, পার্ক, হাজী মহসিনের উভয় পার্শ্বে বাসস্ট্যান্ড, বিউটি স্পট, জি আই পাইপের রেলিং/গ্রীল ইত্যাদি চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	৭২,০০০/-	মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ (৫/এইচ, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট)	৭২,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৫.	শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের নিকটস্থ চৌরাস্তা হতে উত্তর দিকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস পর্যন্ত ডিভাইডার, এয়ার হাউজের নিকটস্থ বিউটি স্পট, পাইপের রেলিং ইত্যাদি চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	১,৫৩,০০০/-	মেসার্স পাওনিয়ার এন্টারপ্রাইজ	১,৫৩,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৬.	ক্যান্ট বোর্ড অফিস হতে এসকেএমসিবিজিএইচ পর্যন্ত গ্রীল, ঈদগাহ মাঠের গ্রীল, ক্যান্ট বোর্ড জামে মসজিদের সম্মুখের গম্বুজ, মিনার ও বাহির পার্শ্ব এবং ওয়াটার ট্যাংক, বাগানের গ্রীল ইত্যাদি মেরামতসহ রং করণ কাজ।	১,৪৭,০০০/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	১,৪৭,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৭.	এসকেএমসিবিজিএইচ হতে সেনাকুঞ্জ ইন গেইট পর্যন্ত সাইন বোর্ড, ডিভাইডার, রেলিং, গ্যারিসন বাসস্ট্যান্ড, বিউটি স্পট, গ্রীল মেরামতসহ চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	১,৩৩,০০০/-	মেসার্স দি কারিগর	১,৩৩,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৮.	সেনাকুঞ্জ ইন গেইট হতে ষ্টাফ রোড পর্যন্ত আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, পার্ক, ফুলের চারী, বিউটি স্পট, ট্রাফিক আইল্যান্ড ও ছাতা মেরামত, চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	৬৫,০০০/-	মেসার্স বি এম ট্রেডার্স	৬৫,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
১৯.	ষ্টাফ রোড হতে সিএমএইচ এবং পূর্ব দিকে সমুন্নত স্বাধীনতা গেইট পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, ট্যাংক, কামান, ফুলের চারী, বিউটি স্পট, গ্রীল ইত্যাদি চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	১,৩৩,০০০/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	১,৩৩,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২০.	সিএমএইচ হতে সিগন্যাল পর্যন্ত সাইন বোর্ড, পুরাতন এয়ার হেড কোয়ার্টার বাসষ্ট্যান্ড, বিউটি স্পট, গ্রীল মেরামতসহ চুন/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড রংকরণ ও লিখার কাজ।	৫৭,০০০/-	মেসার্স এস এম এন্টারপ্রাইজ	৫৭,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত

২১.	স্বাধীনতা সরনির উভয় পার্শ্বের, ডিভাইডার, সাইন বোর্ড, গ্রীল, রজনীগন্ধা এমপি চেকপোষ্ট ও গাড়ী পার্কিং, বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বের গলি, বাউন্ডারী ওয়াল, জনতা ব্যাংকের বাহির সাইড ইত্যাদি মেরামত/রং এর কাজ ও সাইন বোর্ড লিখার কাজ।	১,৮৯,০০০/-	মেসার্স এমরান এসোসিয়েটস্	১,৮৯,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২২.	শহীদ সরণির শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত (পশ্চিম পার্শ্ব) ফুটপাতের ফ্লোর টাইলস ও ওয়াল টাইলস হাইজোনিক ওয়াসকরণ কাজ।	১,০০,০০০/-	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স কোং	১,০০,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৩.	শহীদ সরণির শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত (পূর্ব পার্শ্ব) ফুটপাতের ফ্লোর টাইলস ও ওয়াল টাইলস হাইজেনিক ওয়াসকরণ কাজ।	১,০০,০০০/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	১,০০,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৪.	স্বাধীনতা সরণির বনানী এমপি চেকপোষ্ট হতে রজনীগন্ধা এমপি চেকপোষ্ট পর্যন্ত (উভয় পার্শ্ব) ফুটপাতের ফ্লোর টাইলস ও ওয়াল টাইলস হাইজেনিক ওয়াসকরণ কাজ।	৭৮,৯৮৪/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	৭৮,৯৮৪/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৫.	ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ সরণিতে ০৪টি এবং স্বাধীনতা সরণিতে ০১টি ফুটওভার ব্রিজ রংকরণ কাজ।	১,৫০,৫০০/-	মেসার্স এস এম হুমায়ুন কবির	১,৫০,৫০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৬.	শহীদ সরণি ও স্বাধীনতা সরণিতে বিদ্যমান রাস্তার মাঝখানে এবং দুই পার্শ্বে প্লাষ্টিক রোড ডিভাইডার ধৌত ও পরিস্কার, আরসিসি রোড ডিভাইডার মেরামত ও রংকরণ।	৭৩,০০০/-	মেসার্স মাসুম ইঞ্জিনিয়ারিং	৭৩,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৭.	ক্যান্ট বোর্ড অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল, আইল্যান্ড, গেইট, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ সাইড ওয়েদারকোটকরণ।	৬৪,০০০/-	মেসার্স দি আজাদ কনস্ট্রাকশন কোং	৬৪,০০০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত
২৮.	শহীদ সরণির বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে পোষ্ট অফিস পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফুটপাতের ভাঙ্গা পেভড টাইলস্ ও ফেসিং ব্রিকস্ পুনঃস্থাপন (পয়েন্টিংসহ)।	৯৬,১৪৬/-	মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ (মানিকদী)	৯৬,১৪৬/-	বোর্ড তহবিল
২৯.	শহীদ সরণির পোষ্ট অফিস হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত উভয় পার্শ্বে ফুটপাতের ভাঙ্গা পেভড টাইলস্ ও ফেসিং ব্রিকস্ পুনঃস্থাপন (পয়েন্টিংসহ)।	১,০৩,০৫৩/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	১,০৩,০৫৩/-	বোর্ড তহবিল
৩০.	সিগন্যাল গেইট হতে আইএসএসবি পর্যন্ত এবং শহীদ বাশার রোডের সমুন্নত স্বাধীনতা গেইটের ফুটপাত ও আইল্যান্ড এর ভাঙ্গা পেভড টাইলস্ ও ফেসিং ব্রিকস্ পুনঃস্থাপন (পয়েন্টিংসহ)।	১,৯৯,০০০/-	মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ	১,৯৯,০০০/-	বোর্ড তহবিল
৩১.	স্বাধীনতা সরণির বনানী এমপি চেকপোষ্ট হতে রজনীগন্ধা এমপি চেকপোষ্ট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফুটপাতের ভাঙ্গা পেভড টাইলস্ ও ফেসিং ব্রিকস্ পুনঃ স্থাপন (পয়েন্টিংসহ)।	১,৪১,৫০৪/-	মেসার্স এসএস ট্রেডার্স	১,৪১,৫০৪/-	বোর্ড তহবিল
৩২.	ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের অফিস কক্ষে একটি ব্রান্ড কম্পিউটার (কোর-আই-৭) সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	(বাজার দর)	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৯১,৮০০/-	প্রশাসনিক শাখার নৈমিত্তিক খাত

৩৩.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ও.টি মালামাল সরবরাহকরণ কাজ।	৪,৬৭,৫৭৫/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মনিপুরীপাড়া)	৪,৮৮,৫৩১/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩৪.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের ০৬ (ছয়) মাসের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সরবরাহকরণ কাজ।	২,৯৩,৪০০/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মনিপুরীপাড়া)	৩,০৫,২৫৫/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩৫.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ইলেকট্রিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহকরণ কাজ।	২,৫১,৮০০/-	মেসার্স এমএন্ডএম এন্টারপ্রাইজ	২,৬১,৮৩২/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩৬.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ল্যাবরেটরী মালামাল সরবরাহকরণ কাজ।	৪,৪৬,২৬৫/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মনিপুরীপাড়া)	৪,৬৩,৪০২/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩৭.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্টেশনারী ও অফিস ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহকরণ কাজ।	২,৪৫,৫১৫/-	মেসার্স এমএন্ডএম এন্টারপ্রাইজ	২,৫৫,৩৩০/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
৩৮.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সেনানিবাসের প্রধান সড়কের সোডিয়াম লাইটের নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার জন্য ২৫০ ওয়াটের ৫০টি হাই প্রেসার সোডিয়াম বাল্ব, ১৫০ ওয়াটের ২০টি হাই প্রেসার সোডিয়াম বাল্ব ও ২৫০/১৫০ ওয়াটের ৭৬টি হাই প্রেসার সোডিয়াম ইগনেটর সরবরাহকরণ কাজ।	৩,৬৮,২০০/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মনিপুরীপাড়া)	৩,৮৩,১৭৮/-	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত
৩৯.	বনানী সামরিক কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বে নেভী হেডকোয়ার্টারের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন নিচু জায়গা ভরাটকরণ কাজ।	৯৪,৬৪৬/-	মেসার্স আজিজ কর্পোরেশন	৯৪,৬৪৬/-	বোর্ড তহবিল

আলোচনা ঃ আলোচ্য বিষয়-২০ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সামনে দরপত্র বাক্স খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০.১। আলোচ্য বিষয়-২০ এর ৩৯ (উনচল্লিশ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০.২। ক্রমিক নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ এ উল্লেখিত ৩১(একত্রিশ)টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০.৩। ক্রমিক নং-৯, ১০, ১১, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৯ এ উল্লেখিত ০৮(আট)টি প্রকল্পের দর অনুমোদন, ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২১ঃ বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪২০ নং প্লটে অনুমোদিত ০৫(পাঁচ) তলার উপর অননুমোদিতভাবে ০৬(ছয়) তলা নির্মাণ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ২২/৩/২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত ০৬(ছয়) তলার সংশোধিত নকশা অনুমোদনের বিষয়ে প্লট মলিক মিসেস তানজিলা বিনতে তৈয়েব গং এর আবেদন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪২০ নং প্লটে ০৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৮/৮/১৯৯৫ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/প্লট নং-৪২০/জোয়ারসাহারা/ডিওএইচএস/১৫ নং পত্রের মাধ্যমে নকশা অনুমোদন করা হয়। প্লট মালিক মিসেস তানজিলা বিনতে তৈয়েব গং গত ২২/৩/২০১৭ তারিখের আবেদনে জানান যে, উক্ত প্লটে ০৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ করেছেন এবং সে মোতাবেক প্রস্তুতকৃত নকশা অনুমোদন করার জন্য আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪২০ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা ভবনের বিষয়ে এমআইএসটি'র কারিগরী মতামত সাপেক্ষে নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য যে, কারিগরী ভেটিং বাবদ এমআইএসটি'র যাবতীয় ফি প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২২ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২০৯ নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণের সময়সীমা এক বছর বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম এর ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের আবেদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২০৯ নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণের জন্য অত্র দপ্তরের ০৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-সিবি-২০৯/কঃপুঃবাঃএঃ/৫০ নং পত্রের মাধ্যমে নকশা অনুমোদন করা হয়। অতি বৃষ্টি ও বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্লট মালিক বাড়ির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারেননি। এমতাবস্থায় বাড়ি নির্মাণের সময়সীমা এক বছর বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম এর ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২০৯ নং প্লটে নির্মাণাধীন ভবনটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৩ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-৫০ নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণের সময়সীমা এক বছর বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন গং এর ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের আবেদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-৫০ নং প্লটে ০৭(সাত) তলা নতুন ভবন নির্মাণের জন্য নকশা অনুমোদন করা হয়। বাড়ি নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে নির্ধারিত ১২ মাস অর্থাৎ ১৬/৬/২০১৭ তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে। ভবনটির ০৭ তলা পর্যন্ত কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে এবং গাঁথুনীর কাজও শেষ হয়েছে। বর্তমানে আস্তর, ইলেকট্রিক স্যানিটারী, ওয়াটার, প্লাম্বিং, টাইলস ইত্যাদি কাজ বাকী আছে। অতি বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন গং এর ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের আবেদনপত্র আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-৫০ নং প্লটে নির্মাণাধীন ভবনটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৪ঃ মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬৫৪ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলার (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা) নকশা অনুমোদন প্রসংগে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোবাশ্বের আলী খন্দকার, পিএসসি, বিএন এর ০৯ জুলাই ২০১৭ তারিখের আবেদনপত্র ও তৎসংযুক্ত নৌবাহিনী সদর দপ্তর, অপারেশন্স শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, বনানী, ঢাকার ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের ২৩.০২.২৬২৬.১২৭.৩৮. ২০৫.১৭.২০৯ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬৫২ এবং ৬৫৪ নং প্লটে যৌথভাবে ০৬ তলার নকশা অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে যৌথভাবে ০৭ তলার নকশা অনুমোদনের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে দাখিল করেন। উক্ত নকশা ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের জন্য এমআইএসটিতে প্রেরণ করা হলে এমআইএসটি হতে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের অনুমোদন পাওয়া যায়। কিন্তু ডেভলোপার ও ফ্ল্যাট ক্রেতাদের সহিত ডিসপ্যুট থাকার কারণে ৬৫৪ নং প্লটে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের অনুমতি দেয়া হয়নি। বর্তমানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করায় ৬৫৪ নং প্লট মালিক ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশা অনুমোদনের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে দাখিল করেন। এমতাবস্থায় ৬৫৪ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলার (০৬ তলার উপর ৭ম তলা) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে এমআইএসটি কর্তৃক ইতোপূর্বে ভেটিংকৃত মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬৫৪ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলার (০৬ তলার উপর ৭ম তলা) নকশার কোন পরিবর্তন না থাকলে তা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৫ঃ ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কে বিদ্যমান ০৭টি ডিজিটাল স্পীড চেক রাডার এবং ১০টি ডিজিটাল স্ক্রলবার বাৎসরিক (নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত = ০৮ মাস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

আলোচনা ঃ ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কে ওভারব্রিজ ও ইলেকট্রিক পোলে বিদ্যমান ০৭টি ডিজিটাল স্পীড চেক রাডার এবং ১০টি ডিজিটাল স্ক্রলবার বাৎসরিক (২০১৭-২০১৮) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। উক্ত কাজের জন্য ৩,৯৪,০০০/- (তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কে বিদ্যমান ০৭টি ডিজিটাল স্পীড চেক রাডার এবং ১০টি ডিজিটাল স্ক্রলবার বাৎসরিক (নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত = ০৮ মাস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ৩,৯৪,০০০/- (তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে সংকুলান করতে হবে। দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৬ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে নিম্নবর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানকে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আবেদনের তারিখ	মন্তব্য
১.	মেসার্স মোল্লা এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ- মোঃ শাহজাহান মোল্লা ২০৭, পূর্ব ভাষাণটেক, ঢাকা-১২০৬।	০৭/৫/২০১৭	আবেদনের সাথে ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংক সংলভেন্সী সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতা সনদ সংযুক্ত করা হয়েছে।
২.	মেসার্স এ. ডি ব্রিকস্ প্রোঃ- মোঃ আসিরুল ইসলাম সেলিম গ্রাম- জেহালা বাজার, পোঃ- মুন্সিগঞ্জ-৭২০১, উপজেলা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা।	০৭/৮/২০১৭	আবেদনের সাথে ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংক সংলভেন্সী সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতা সনদ সংযুক্ত করা হয়েছে।
৩.	মেসার্স বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানী (বিকো), প্রোঃ- মোঃ বাবুল মিয়া, ১০/২/এ, কাজী আব্দুল হামিদ লেন, বংশাল, ঢাকা।	১০/৮/২০১৭	আবেদনের সাথে ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংক সংলভেন্সী সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতা সনদ সংযুক্ত করা হয়েছে।
৪.	মেসার্স জুবেদা এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ শাকিল আহম্মেদ ২২৬, স্টেশন রোড, নূরজাহান কমপ্লেক্স, ময়মনসিংহ	২৪/০৮/২০১৭	ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য চাহিত কাগজপত্রাদি জমা করা হয়েছে।
৫.	মেসার্স সুমন ট্রেডার্স প্রোঃ- মোঃ সরন আহম্মেদ সি-১১৯, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, ঢাকা সেনানিবাস।	২৪/৯/২০১৭	ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য চাহিত কাগজপত্রাদি জমা করা হয়েছে।

আলোচনা ঃ উপরোক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীগণ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনের সাথে ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামাসহ অন্যান্য চাহিত কাগজপত্রাদি জমা করেছেন। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে (১) মেসার্স মোল্লা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- মোঃ শাহজাহান মোল্লা, (২) মেসার্স এ. ডি ব্রিকস্, প্রোঃ- মোঃ আসিরুল ইসলাম সেলিম, (৩) মেসার্স বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানী (বিকো), প্রোঃ- মোঃ বাবুল মিয়া (৪) মেসার্স জুবেদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- শাকিল আহম্মেদ (৫) মেসার্স সুমন ট্রেডার্স, প্রোঃ- মোঃ সরন আহম্মেদ-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৭ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ২টি কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের নিমিত্তে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে মূল্যানুমান অনুমোদন করা হয়েছে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	১৩ এমপি ইউনিটের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা শহীদ মঈনুল রোড এবং পদাতিক সরণি রোড সমূহে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৫টি ইলেকট্রিক তথ্য বোর্ড (৩০"×৬০") লেখাসহ সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪,২৫,০০০/-	বোর্ড তহবিল	১৩ এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৫৫.০১.০৯৯.০১.১৮.০৯.১৭ নং পত্র ও ২০/৯/২০১৭ তারিখের কার্যবৃত্ত পত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত। ঘটনোত্তর অনুমোদন।
২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩ নং রোডে ৭৫ মিমি ডায়া পানির লাইন স্থাপন কাজ।	১,১৯,১৪৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (পানি)	কার্যবৃত্ত পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে। ঘটনোত্তর অনুমোদন।

আলোচনা ঃ ঢাকা সেনানিবাসে জরুরী ভিত্তিতে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত প্রকল্প দু'টির মূল্যানুমান অনুমোদন করা হয়। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচ্যবিষয়-২৭ এ উল্লেখিত প্রকল্প দু'টির মূল্যানুমান ঘটনোত্তর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-২ এ বর্ণিত কাজের দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রমিক নং-১ এ বর্ণিত প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন ও ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৮ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ৫/ও নং দোকান বরাদ্দলাভকারী জনাব দিপু রহমান উক্ত স্থানের পরিবর্তে মার্কেটের অন্য যে কোন জায়গায় দোকান করার স্থান বরাদ্দের জন্য ২৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ গত ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২১ এর সিদ্ধান্তের আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১২ মার্চ ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/দোঃনং-৫/ও/১০ নং পত্রের মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ৫/এন নং দোকানের পার্শ্বে ১২০ বর্গফুট জায়গা ০১(এক) বছর মেয়াদে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা সালামীতে নিজ খরচে দোকান করার জন্য জনাব দিপু রহমান, পিতা- মৃত ডাঃ মাহবুবুর রহমানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তিনি নির্ধারিত স্থানে দোকান নির্মাণ না করে উক্ত স্থানের পরিবর্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের অন্য যে কোন স্থানে (পাকা দোকান নং-৫২ এবং ৫৩ এর মাঝখানে) জায়গা বরাদ্দ চেয়ে ২৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে আবেদন করেছেন। বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বরাদ্দকৃত স্থানটি ময়লা ফেলার স্থানের সন্নিকটে বিধায় উক্ত স্থানে দোকান পরিচালনা করা অসম্ভব।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর আলোচনান্তে বাস্তবতার নিরিখে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিকল্প স্থানে দোকান করার জন্য জনাব দিপু রহমান, পিতা- মৃত ডাঃ মাহবুবুর রহমানকে জায়গা বরাদ্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৯বিবিধ-১ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ১০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৯৩.০২.২০২.০১.১০.০৮.১৭ নং পত্রের মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বের পার্ক এর নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় ঃ-

১. মার্কেটের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন করণ।
২. মার্কেটের সামনের পার্কের সংস্কার করণ।
৩. নিচু জায়গায় মাটি ভরাট করণ।

সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়ার নির্দেশনা মোতাবেক সরেজমিন পরিদর্শন করে উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য ২৪,০৭,৭৫৭/- (চব্বিশ লক্ষ সাত হাজার সাতশত সাতান্ন) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের (১) পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন করণ, (২) মার্কেটের সামনের পার্কের সংস্কার করণ ও (৩) নিচু জায়গায় মাটি ভরাট করণ কাজের জন্য ২৪,০৭,৭৫৭/- (চব্বিশ লক্ষ সাত হাজার সাতশত সাতান্ন) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ডের স্থানীয় আয় হতে সংকুলান করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

২৯বিবিধ-২ঃ বিমান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহায়ক সামগ্রী বরাদ্দকরণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাসের ৩০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের ০০.০৩.২৬০০.১৬৮.০২৮. ০০১.১৭.০০২/৯৯ক নং পত্রের মাধ্যমে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার এর সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রধান সড়কের সংযোগ স্থল, আভ্যন্তরীন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং তেজগাঁও রানওয়ের লুপ রোড ব্যবহারকারীদের রানওয়েতে প্রবেশ ঠেকাতে নিম্নবর্ণিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহায়ক সামগ্রী বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছেঃ-

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা	দর	মোট মূল্য
১.	প্লাস্টিকের ট্রাফিক কোণ	১০০টি	৭০০/-	৭০,০০০/-
২.	আরসিসি কোণ	২৫টি	১,৪০০/-	৩৫,০০০/-
৩.	নাইলনের রশি	৩০ কেজি	২৬০/-	৭,৮০০/-
৪.	ফ্লোরোসেন্ট টেপ (সাদা)	৫০ বর্গফুট	৪০০/-	২০,০০০/-
৫.	ফ্লোরোসেন্ট টেপ (হলুদ)	৫০ বর্গফুট	৪০০/-	২০,০০০/-
৬.	ফ্লোরোসেন্ট টেপ (লাল)	৫০ বর্গফুট	৪০০/-	২০,০০০/-
৭.	Slowdown Reflective Board	১০টি	৩,০০০/-	৩০,০০০/-
৮.	জিগজ্যাক সিগন্যাল রোড লাইট	১০টি	২,০০০/-	২০,০০০/-
৯.	জিগজ্যাক সিগন্যাল সোল্ডার লাইট	২০টি	১,০০০/-	২০,০০০/-
১০.	মার্শালিং লাইট	৩০টি	১,০০০/-	৩০,০০০/-
			মোট =	২,৭২,৮০০/-

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনান্তে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার এর সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রধান সড়কের সংযোগ স্থল, আভ্যন্তরীন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং তেজগাঁও রানওয়ের লুপ রোড ব্যবহারকারীদের রানওয়েতে প্রবেশ ঠেকাতে উপলোল্লিখিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহায়ক সামগ্রী বরাদ্দ করার জন্য ২,৭২,৮০০/- (দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে।

২৯বিবিধ-৩ঃ রজনীগন্ধা টাওয়ার এ ব্র্যান্ড শপ চালুকরণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে রজনীগন্ধা টাওয়ার নামে ০৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত মার্কেটের অধিকাংশ দোকান/স্পেস ইজারা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি মার্কেটটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়নি বিধায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনেক রাজস্ব বকেয়া পড়ে যাচ্ছে। তাই উক্ত মার্কেটে ক্রেতা সাধারণের চাহিদা সম্পন্ন বিভিন্ন ব্র্যান্ড শপ এর আউটলেট খোলা হলে মার্কেটটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালু হয়ে যাবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা টাওয়ার এর বিভিন্ন তলায় ক্রেতা সাধারণের চাহিদা সম্পন্ন বিভিন্ন ব্র্যান্ড শপ এর আউটলেট খোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৯বিবিধ-৪ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কমিটি পুনঃগঠন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বিদ্যমান কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে উক্ত কমিটি মার্কেটের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিরাত্তার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছেনা। এ প্রেক্ষাপটে মার্কেট কমিটি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন এবং কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস ও ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর পরামর্শ মোতাবেক রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কমিটি পুনঃগঠনসহ কমিটির কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৯বিবিধ-৫ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ফরমালিন পরীক্ষা প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বর্তমানে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে মাস্টাররোলে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কর্মচারী ফরমালিন পরীক্ষার জন্য নিয়োজিত আছেন। ফরমালিন পরীক্ষার জন্য তাদেরকে প্রায়শঃই পাওয়া যায় না এবং পরীক্ষার ফলাফলেও ক্রেতাসাধারণ সন্তুষ্ট নন।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ফরমালিন পরীক্ষার জন্য এমপি ইউনিটের দুইজন সদস্য নিয়োজিত করণসহ ফরমালিন পরীক্ষার সময় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, স্টেশন সদর দপ্তর এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। একই সংগে বর্তমানে মাস্টাররোলে কর্মরত দুইজন কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদানেরও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৯বিবিধ-৬ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ এর জন্য জুনিয়র কনসালটেন্ট Anesthesiologist (অস্থায়ী) এবং আইসিএ (অস্থায়ী) পদে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিয়োগ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ এর জন্য জুনিয়র কনসালটেন্ট Anesthesiologist (অস্থায়ী) পদে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মইনুল হক চৌধুরী, আইসিএ (অস্থায়ী) পদে সিঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মোঃ আকরামউদ্দৌলা, মাঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং সোনিয়া আক্তার-কে নিয়োগের বিষয়টি গত ১১ মে, ২০১৭ তারিখে মিনিটশীটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত পদসমূহে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ এর জন্য নিম্নবর্ণিত লোকবল নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ-

ক্রমিক নং	নাম ও পদের নাম	পদের নাম	মাসিক সর্বসাকুল্যে বেতন-ভাতা
১.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মইনুল হক চৌধুরী	জুনিয়র কনসালটেন্ট Anesthesiologist (অস্থায়ী)	৬০,০০০/-
২.	সিঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মোঃ আকরামউদ্দৌলা	ICA (অস্থায়ী)	৩০,০০০/-
৩.	মাঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ICA (অস্থায়ী)	৩০,০০০/-
৪.	সোনিয়া আক্তার	ICA (অস্থায়ী)	১৭,০০০/-

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্ত ঃ পরিশিষ্ট-'ক'

(এস. এম. আব্দুল কাদের)
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

03/10/17

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জালাল গনি খান, এনডিসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১)	ক্যাপ্টেন আরিফ আহমেদ মোস্তফা (জি), পিএসসি, বিএন অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(২)	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি) অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৩)	কর্ণেল মোঃ মাহফুজ আলম, পিএসসি সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৪)	মেজর মইনুল ইসলাম প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৫)	কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৬)	জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৭)	তাজওয়ার আকরাম সাঝপি ইবনে সাজ্জাদ সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি। ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	অনুপস্থিত